দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1 0 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

২৫ সে বৈশাখ, ১৩৯৪ বাং

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

007

কমার্শিয়াল কারিকুলাম

ডঃ মোঃ শামসুল হক মিয়া

পূর্ব প্রকাশিতের পর

১৯৮৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের ডীন ডঃ হাবিবুর রহমানকে চেয়ারম্যান করে কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের কারিকুলাম উন্নয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিল। কমিটি এ ব্যাপারে বেশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে কারিগরী শিক্ষা পরিদপ্তর এবং কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক আওতা থেকে বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রশাসনিক আওতায় চলে আসায় এ পদক্ষেপ আর বাস্তবায়িত হয়নি এবং কমিটি তার রিপোর্টও আর পেশ করেনি। অর্থাৎ প্রায় দু'যুগ ধরে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের কারিকুলামের উল্লেখযোগ্য কোনো সংস্কারই সাধন করা হয়নি। অথচ এ দু'যুগের ব্যবধানে পৃথিবীর জ্ঞানের পরিধি কতদূর প্রসারিত হয়ছে তা ভাবতেও অবাক লাগে।

কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের চার দেয়ালের ভিতর শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষে তাত্ত্বিক শিক্ষাদান করলেই এখন আর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে বলে ভাববার কোন অবকাশ নেই। তাদের ব্যবহারিক শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। তাদের কারিকুলাম এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা উচিত যাতে করে শেষপর্বে শিক্ষার্থীরা ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী বা অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং সরকারী ও বেসরকারী অফিস-আদালতের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে হাতে-কলমে অফিস ব্যবস্থাপনার বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারে। এ পর্বে তাদের জন্য শিক্ষামূলক সফরেরও ব্যবস্থা করা উচিত।

কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহে শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে দারুণভাবে। শিক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় টাইপরাইটার এবং ক্যালকুলেটিং মেশিনের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। ইন্সটিটিউটগুলোর অধিকাংশ ক্যালকুলেটিং ম্যাশিন এবং ইংরেজী টাইপরাইটার ১৯৬৪-৬৫ সালে কেনা হয়েছে এবং অধিকাংশ বাংলা টাইপরাইটার কেনা হয়েছে ১৯৭২-৭৩ সালে।

এ সুদীর্ঘ সময়ে ম্যাশিনগুলোর ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে অনেক। পুরাতন ও অকেজো ম্যাশিনের পরিবর্তে নতুন ম্যাশিন আনা হয়েছে খুব কমই। এমনকি ম্যাশিনগুলোর মেরামত ও সার্ভিসিং-এরও নেই কোনো নিয়মিত বন্দোবস্ত। ডিস্টাফোন, ওভারহেড প্রজেকটার, ফিল্ম প্রজেকটার এবং স্লাইড প্রজেকটার ব্যবহার করার ব্যবস্থা নেই কোনো কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটেই। একমাত্র ঢাকা কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটে একটি ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরী থাকলেও তা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সুদীর্ঘকাল ধরে। কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোর লাইব্রেরীতে নেই পর্যাপ্ত এবং প্রয়োজনীয় বই।

০১/৪/৫/১৭

বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের সবচেয়ে উপেক্ষিত দিক হলো এর শিক্ষক প্রশিক্ষণ। নোলন এবং অন্যান্যরা (১৯৬৭) বলেছেন, "কারিকুলাম যত সুপরিকল্পিতভাবেই প্রণয়ন করা হোক না কেন, পাঠ্যবই যত সুন্দরভাবেই লিখা হোক না কেন এবং শিক্ষাপোকরণ যত দামীই হোক না কেন, এসব কিছুই অর্থহীন হবে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ, উপযুক্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক না থাকেন। বিগত অর্ধ যুগ ধরে বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বন্ধ রয়েছে। সবচেয়ে যা বেশী প্রয়োজন তা হলো কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের জন্য যুগের চাহিদা অনুসারে কারিকুলাম প্রণয়ন, আধুনিক শিক্ষাপোকরণ দ্বারা ইন্সটিটিউটগুলো সুসজ্জিতকরণ এবং সর্বোপরি দক্ষ, উপযুক্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা কোর্স শিক্ষাদান। তা হলেই শুধু কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের হারানো গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে"।